মুখোমুখি

পূর্বাঞ্চল

২২ নভেম্বর ১৯৮৭

সুরের ভুবনে সাধন সরকার একটি উজ্জল জ্যোতিস্ক। প্রায় অর্ধশতাব্দীর অধিককাল ধরে তিনি সঙ্গীত সাধনা করে আসছেন। একদিকে তিনি একজন শিল্পী অন্যদিকে একজন সুরকার। রেডিও বাংলাদেশ খুলনার একজন নিয়মিত শিল্পী। তিনি প্রধানতঃ রবীন্দ্র সংগীত ও উচ্চাঙ্গ সংগীত গেয়ে থাকেন। তার পুরো নাম সাধন চন্দ্র দে সরকার। খুলনার মির্জাপুর রোডস্থ তার পৈত্রিক বাড়ীতে বসবাস করছেন। তার তিন ছেলে এক মেয়ে বড় ছেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মেসির শেষ বর্ষের ছাত্র। অসংখ্য ছাত্র-

ছাত্রী তার নিকট প্রশিক্ষণ নিয়ে নামী দামী শিল্পী হিসাবে আজ তারা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তার সন্তানদের এ পথে কাউকে আনেননি এবং আনার পক্ষপাতিও নন। বর্তমানে তিনি খুলনা শিল্পকলা একাডেমীর প্রশিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। সম্প্রতি আমরা শিল্পকলা একাডেমীর কর্মকর্তা আবেদুর রহমান সাহেবের অফিস কক্ষে বসে এই সুর সাধকের মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমরা আশা করি তার এ সাক্ষাতকার সংগীত পিপাসু ভাই-বোনদের অনেক প্রশ্নের সমাধান হবে।

আলোর ভুবনঃ আপনি কখন কিভাবে সংগীত জগতে প্রবেশ করেন?

সাধন সরকারঃ শৈশবেই সংগীত জগতে প্রবেশ করি। বাড়ীতে পূজা পার্বনে বিভিন্ন ধরনের কির্তন হতো তাতে আমি অংশ গ্রহণ করতাম। এক কথায় বলতে গেলে আমি পারিবারিক সূত্রেই সুরের ভুবনে প্রবেশ করি।

আঃ ভুঃ আপনি কোথায় এবং কিভাবে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন?

সাঃ সঃ আমি খুলনায় মরহুম মুন্সী রইচ উদ্দীন ও পরে কালিদাস চট্টপদ্যায়ের নিকট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি।

আঃ ভুঃ সংগীতে আপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে আমরা কিছু জানতে আগ্রহী।

সাঃ সঃ একুশের প্রেক্ষাপটে যে সকল গান রচিত হয়েছিল তার অধিকাংশ গানে আমি সুর দিয়েছিলাম। ঐ গানগুলি প্রচারিত হলে ভাষা আন্দোলন তরান্বিত হয়েছিল। এছাড়া ১৯৭৯ সালে আবুবকর সিদ্দিক রচিত এবং আমার সুরারোপিত বেরিকেট বেওনেট বেড়াজাল। এই গানটি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়ে ছিল এবং ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতেও সক্ষম হয়েছিল। আমি মনে করি এটাই আমার সংগীত জীবনের কৃতিত্ব।

আঃ ভুঃ আপনি এযাবৎ স্বীকৃতি হিসাবে কোন পুরস্কার বা সম্বর্ধনা পেয়েছেন কি?

সাঃ সঃ হ্যা। ১৯৫৪ সালে ইন্টার ন্যাশনাল মিউজিক ফ্যাষ্টিবল অনুষ্ঠানে তৎকালীন ১৭টি জেলার ভিতর আমি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে পদক অর্জন করি। কবিতালাপ গোষ্ঠী, খুলনাজেলা শিল্প কলা একাডেমী সুজলা শিল্প গোষ্ঠী ওমরহুম আজিজখানের পক্ষ থেকে আমাকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয়েছিল।

আঃ ভুঃ আপনার দৃষ্টিতে সংগীত চর্চায় কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কি?

সাঃ সঃ প্রতিবন্ধকতা অবশ্য আছে তবে আগের চেয়ে অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা কেটে গেলেও এটা এখনও পেশা হিসাবে স্বীকৃতি এবং উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটা সাবজেকট হিসাবে আজও স্থান পায়নি।

আঃ ভুঃ মফস্বল শহরে বসে সংগীত চর্চায় কোন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কি?

সাঃ সঃ সত্যি কথা বলতে কি মোফস্বল শহরে বসে মেধা প্রদর্শনের সুযোগ পাওয়া যায় না। কেননা আমাদের দেশের প্রচার মাধ্যম গুলি ঢাকা কেন্দ্রিক। ফলে যোগাতার প্রকৃত মুল্যায়ন না হওয়ায় রাজধানীর বাহিরে বসে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মেধার পূর্ণ বিকাশ হচ্ছে না। এ জন্য ঢাকার বাইরের শিল্পীদের জন্য আলাদা ভাবে তাদের জন্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

আঃ ভুঃ সব শেষে আমরা আপনার নিকট জানতে চাই আপনি পারিবারিক জীবনে সুখী কি না?

সাঃ মঃ যদি ও আমার আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই তবুও আমি মানসিক ভাবে খুব সুখী।

আমরা এই মহান সুর সাধককে তার মূল্যবান সাক্ষাৎকার প্রদানের জন্য আলোর ভুবনের পক্ষ থেকে ধন্য জানিয়ে বিদায় নিলাম। তিনি ও আমাদেরকে ধনাবাদ জানালেন তার সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য। পরবর্তী সংখ্যায় আমরা জনাব বেলাল মোহাম্মদ এর মুখোমুখি হবো।

সাক্ষাৎকার গ্রহণেঃ
আলোর ভুবন
প্রতিনিধি